জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৭ নভেম্বর ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ২৭.১১.২০১৯–০১.১২.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত হতে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন সারা দেশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ মাসে তেমন বৃষ্টিপাত হয়নি। ফলে দেশের সব জেলায় সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্ত পরিচর্যা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কুয়াশা দেখা দিলে দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আলু ও টমেটোর আগাম ধ্বসা রোগ প্রতিহত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগের লক্ষণ দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কিছু জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫-১৬° সে. হতে পারে। ঠান্ডার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যেসব জেলায় গত চার দিন শুষ্ক আবহাওয়া ছিল এবং আগামী পাঁচ দিনও আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সে সব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমন ধান :

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করার ১৫ দিন আগে জমি থেকে সম্পূর্ণভাবে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ৮০% ফসল পরিপক্ক হয়ে গেলে পানি নিষ্কাশনের পর ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের সময় কালো শীষ পাওয়া গেলে পুড়িয়ে ফেলুন।
- ফসল রোদে শুকিয়ে, মাড়াই করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- পরিপক্ক ফসল ইঁদুরের আক্রমন থেকে বাঁচাতে বিষটোপ ব্যবহার করুন।
- সেচ দিন এবং থোড় থেকে শক্ত দানা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোকার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- ফুলকপি, বাঁধাকপিতে কালো পচা রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন , টমেটো ও ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০ টি করে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।

- ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে জাবপোকা ও জ্যাসিড এর আক্রমন দেখা দিলে নিমের তেল ও ডিটারজেন্ট মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। দুর্যোগপ্রবণ সময় হওয়ায় উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- বর্তমান আবহাওয়া সরিষার জমি তৈরি ও বীজ বপনের জন্য আদর্শ। বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটিতে বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের আগে প্রতি হেক্টরে ১২৫-১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭০-১৮০ কেজি টিএসপি এবং ৮৫-১০০ কেজি এমওপি ও ৮-১০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করুন। সার প্রয়োগের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকতে হবে।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর আগাছা নিধন করুন।

ভুট্টা:

- রবি ভুট্টার জন্য জমি তৈরি ও বপন শুরু করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে, হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ১৬৬.৬-১৮৩.৩ কেজি ইউরিয়া, ২৪০-২৬০ কেজি টিএসপি, ১৮০-২০০ কেজি এমওপি এবং ৪ টন গোবর সার প্রয়োগ করুন।

মসুর:

- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে হাইব্রিড জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০-৯০ কেজি টিএসপি ও ৩০-৪০ কেজি এমওপি প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।

আলু:

- আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা আলুর জমি তৈরি ও আলু লাগানোর জন্য আদর্শ। নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে অনুমোদিত জাতের বীজ সংগ্রহ করে জমিতে লাগাতে হবে।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি গোবর সার এবং ৮-১০ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১৬২.৫-১৭৫.০ কেজি ইউরিয়া, ২০০-২২০ কেজি টিএসপি, ২২০-২৫০ কেজি এমওপি, ১০০-১২০ কেজি জিপসাম সারির দুই পাশের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা বিভিন্ন উদ্যান ফসল যেমন পেঁপে, আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানোর জন্য আদর্শ। কাজেই এসব অবিলম্বে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- কচি ফল গাছে সেচ প্রদান করুন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা থেকে রক্ষা করার জন্য মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাঁদি ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় কলা গাছে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে

- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে খাবার দিন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৭ নভেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৬ নভেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৯.৮	১৯.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৯.০	১৬.৮
	টাঙ্গাইল	০০	২৯.২	১৭.৫		ঈশ্বরদী	০০	২৯.০	১৬.৭
	ফরিদপুর	০০	২৯.৮	১৮.৪		বগুড়া	০০	৩০.৪	১৮.৫
	মাদারীপুর	০০	২৯.৩	১৮.৩		বদলগাছী	০০	২৯.০	১৬.৪
	গোপালগঞ্জ	০০	২৯.৪	১৭.৭		তাড়াশ	০০	২৮.৬	১৭.৪
	নিক্‌লি	০০	২৯.৫	১৯.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৮.৫	১৮.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৯.৫	১৬.৮		দিনাজপুর	০০	২৯.০	১৬.৮
	নেত্রকোনা	০০	২৯.০	১৭.০		সৈয়দপুর	০০	২৮.৮	১৭.৫
						তেঁতুলিয়া	০০	২৯.০	১৫.০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩২.০	২০.০		ডিমলা	০০	২৮.৫	১৭.০
	সন্দ্বীপ	০০	৩১.৬	১৭.৬		রাজারহাট	০০	২৮.৪	১৭.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩১.৭	১৭.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩১.০	১৯.০	খুলনা	খুলনা	০০	২৯.৫	১৯.৪
	কুমিল্লা	০০	৩০.৭	১৮.০		মংলা	০০	২৯.৬	১৯.৮
	চাঁদপুর	০০	৩০.৭	২০.১		সাতক্ষীরা	০০	৩০.০	১৯.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩০.৩	২০.০		যশোর	০০	৩০.০	১৬.৪
	ফেনী	০০	৩১.৫	১৭.৯		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৯.৫	১৬.৮
	হাতিয়া	০০	৩০.০	১৮.৬		কুমারখালী	০০	২৯.৩	১৮.৫
	কক্সবাজার	০০	৩২.০	২০.৫					
	কুতুবদিয়া	০০	৩১.২	১৯.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.০	১৭.৭
	টেকনাফ	০০	৩১.৬	১৮.৭		পটুয়াখালী	০০	৩০.৩	১৯.১
						খেপুপাড়া	০০	৩০.৫	১৮.৬
সিলেট	সিলেট	০০	২৯.০	১৮.১		ভোলা	০০	৩০.৯	১৭.৮
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.০	১৫.৫					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৭.৪৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬১ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২৬ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

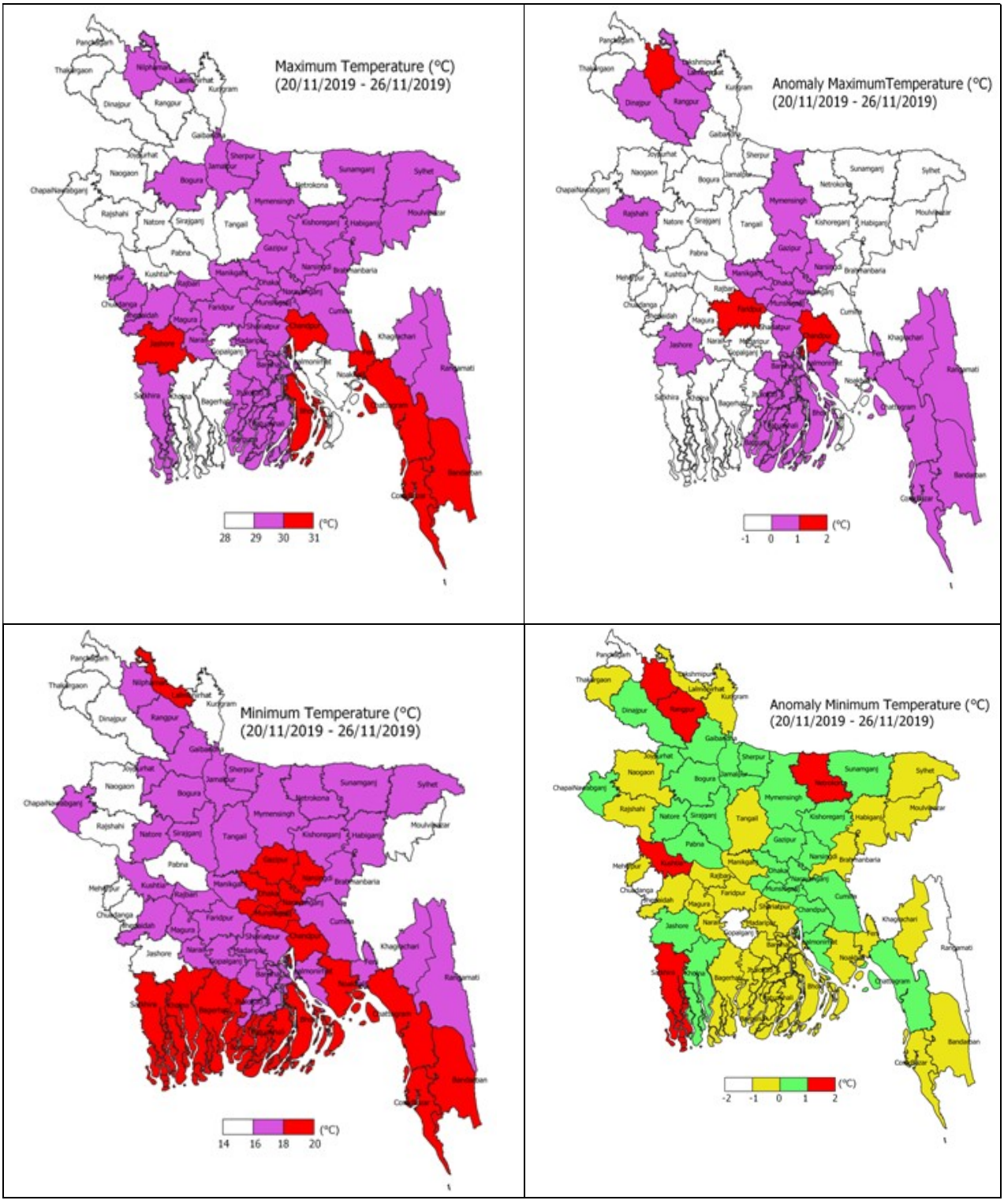

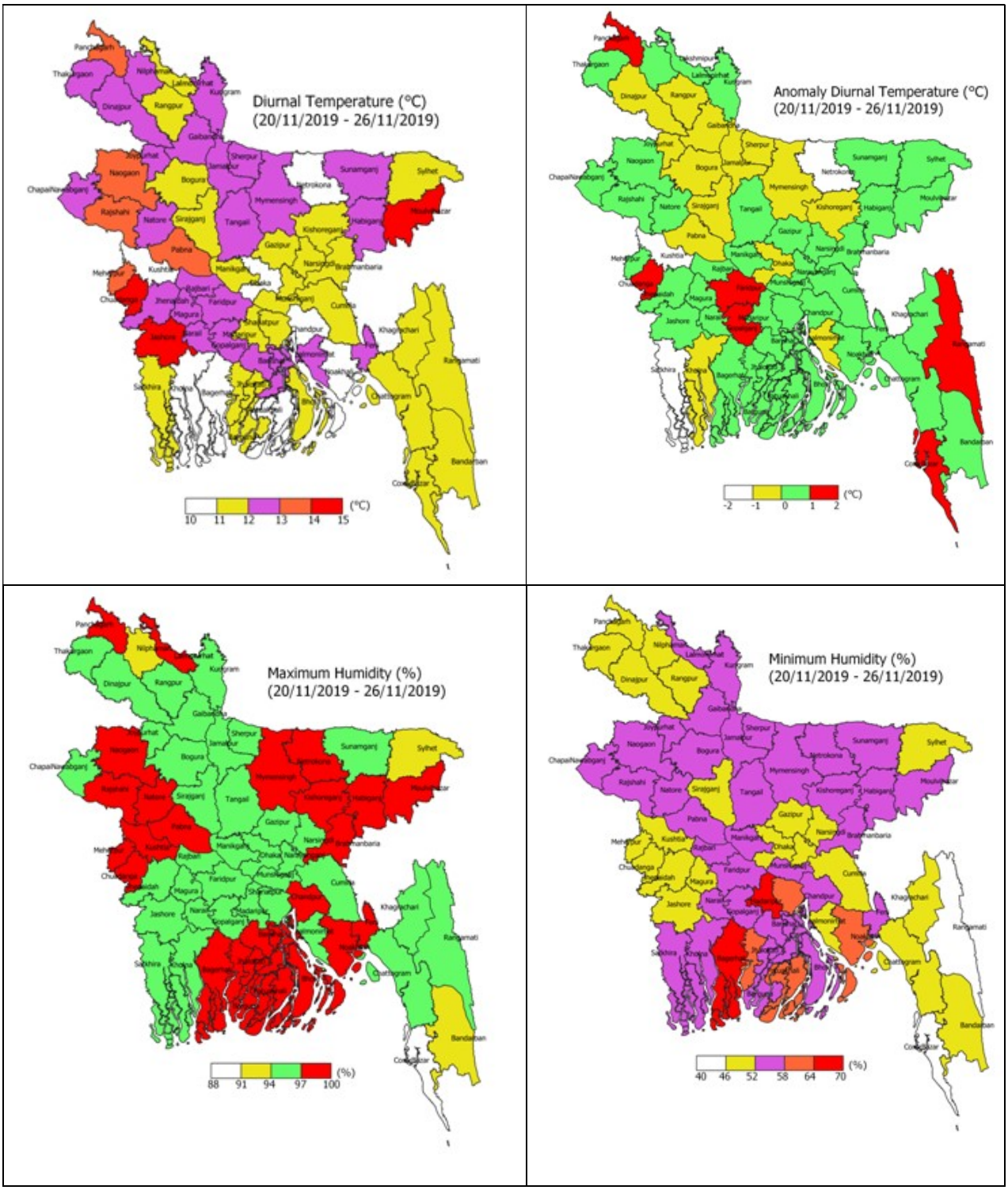
Diurnal Temperature (°C)
(20/11/2019 - 26/11/2019)
10 11 12 13 14 15 (°C)
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(20/11/2019 - 26/11/2019)
-2 -1 0 1 2 (°C)
Maximum Humidity (%)
(20/11/2019 - 26/11/2019)
88 91 94 97 100 (%)
Minimum Humidity (%)
(20/11/2019 - 26/11/2019)
40 46 52 58 64 70 (%)

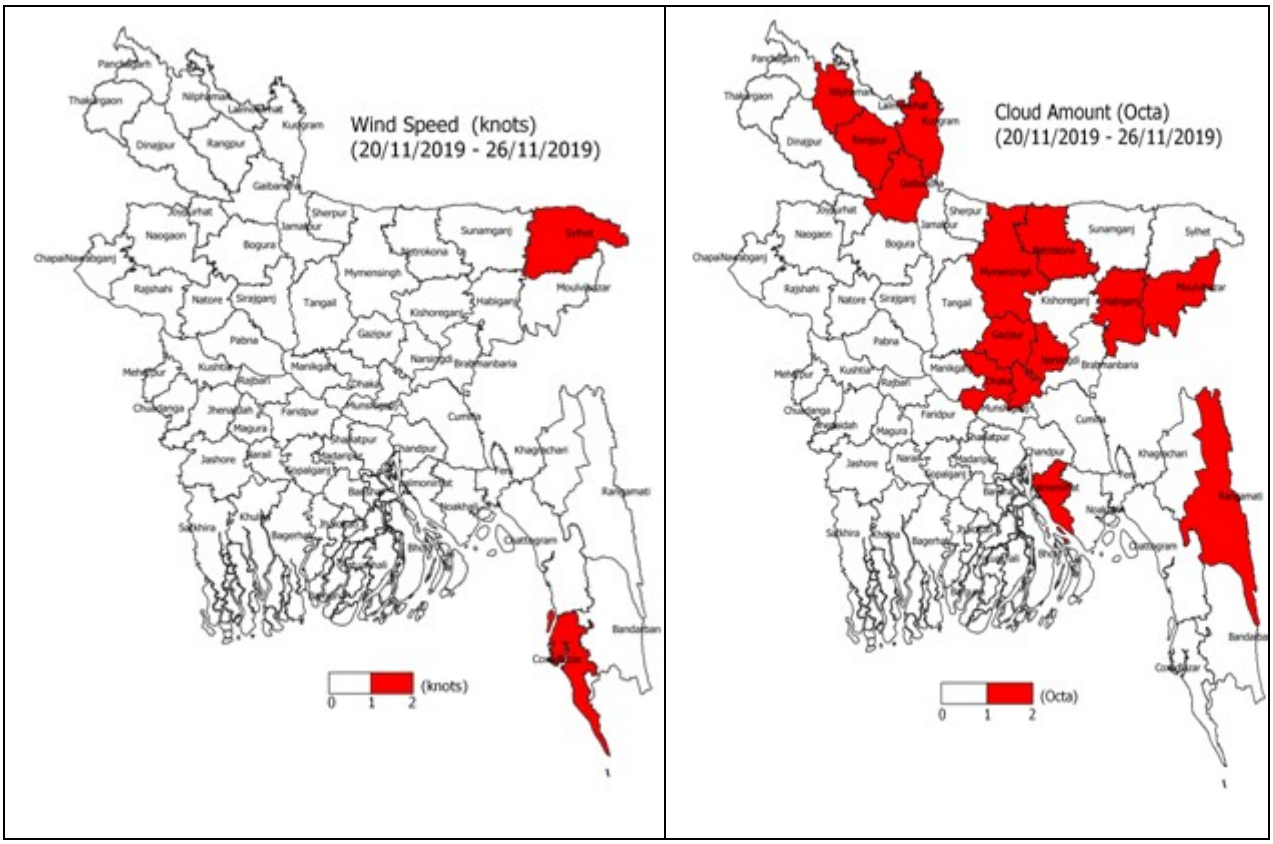

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৪/১১/২০১৯ হতে ৩০/১১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.২৫ থেকে ৭.২৫ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৬১ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৭ নভেম্বর হতে ১ লা ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

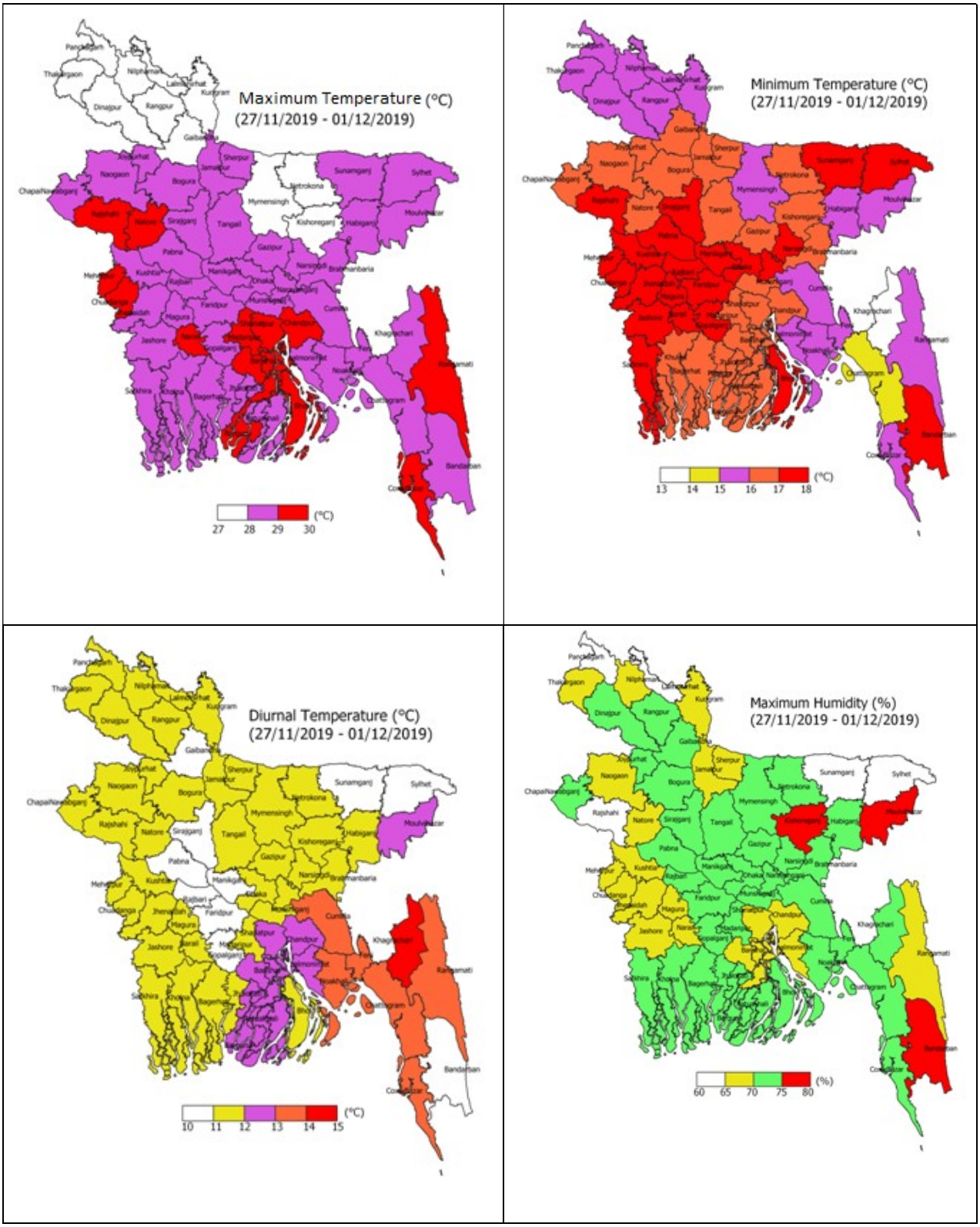

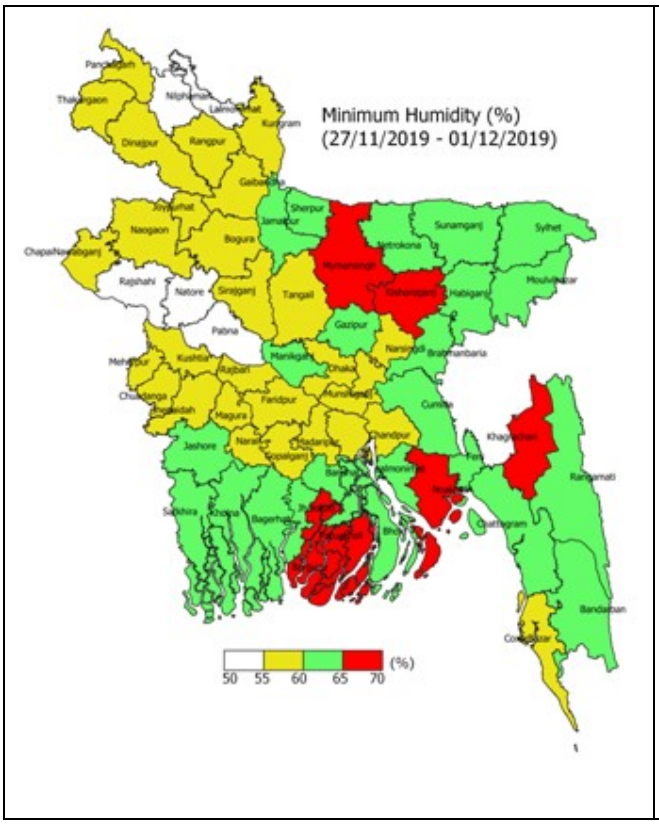
Minimum Humidity (%)
(27/11/2019 - 01/12/2019)
50 55 60 65 70 (%)

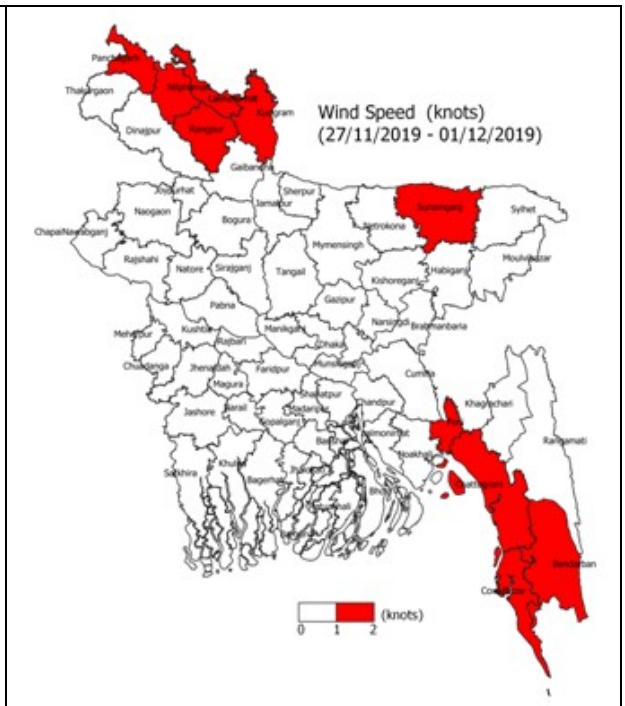
Wind Speed (knots)
(27/11/2019 - 01/12/2019)
0 1 2 (knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh 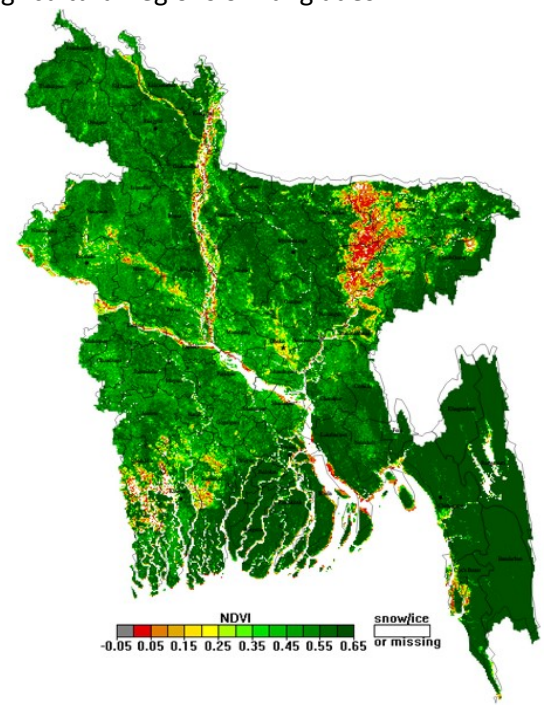	NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh 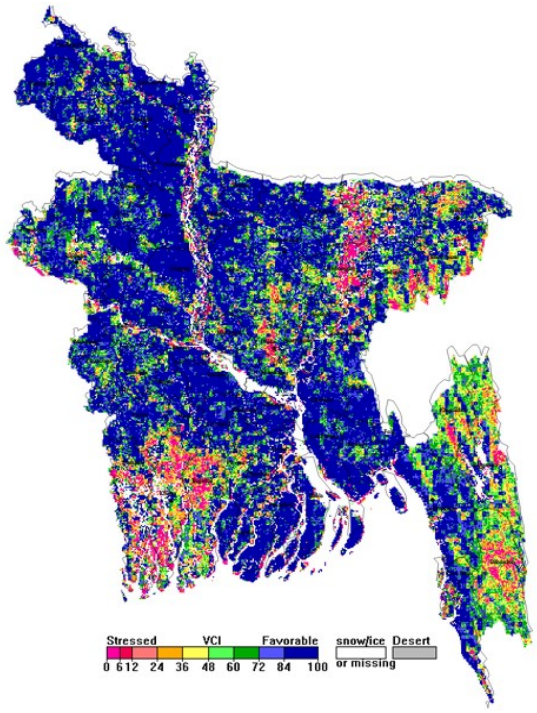
NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh	NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 46 (12 November-18 November) over Agricultural regions of Bangladesh

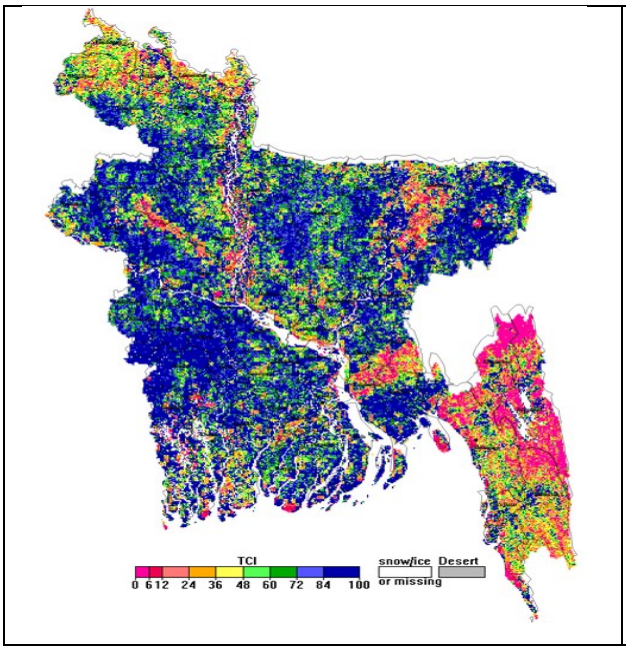

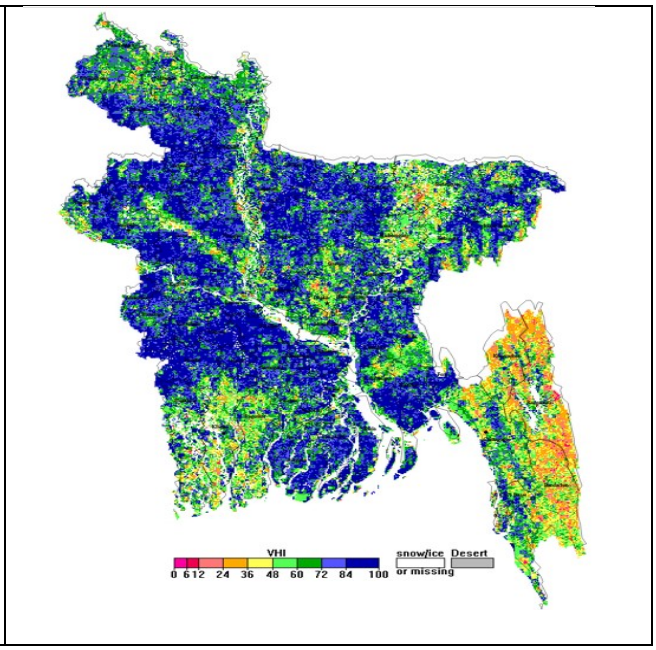

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত চার সপ্তাহে ও **নভেম্বর** মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থিত জেলাগুলি অত্যন্ত ভেজা অবস্থায় ছিল। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং অন্য জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি অবস্থায় ভেজা ছিল।

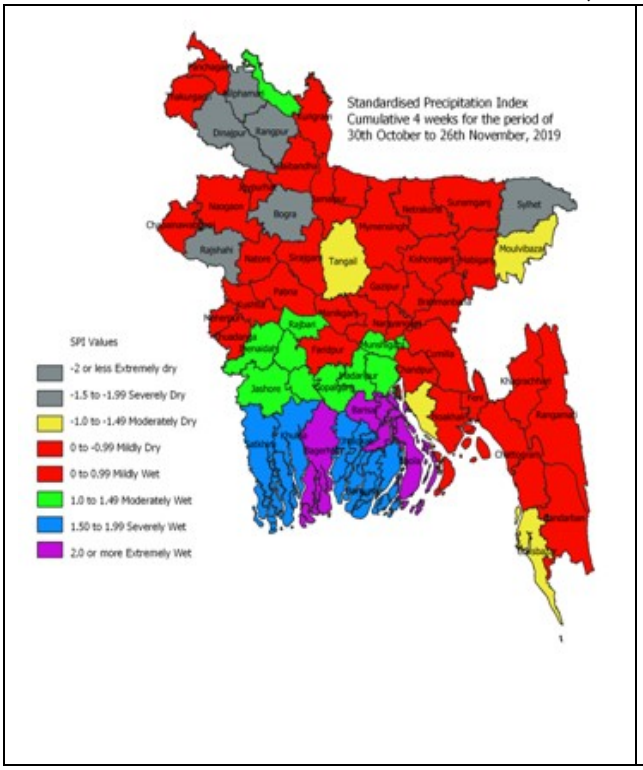

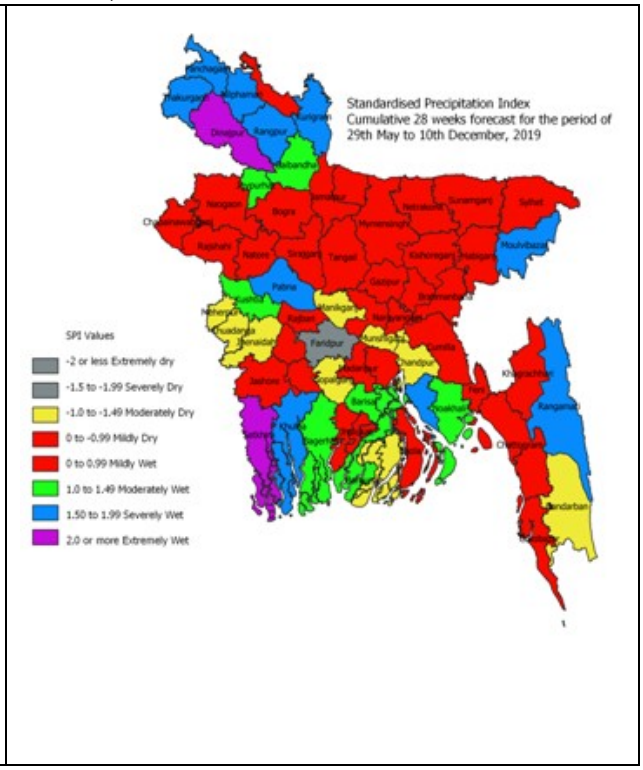

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর